গবেষণা প্রস্তাবপত্র (Proposal Paper) কি?

একজন শিক্ষার্থী বা গবেষক তার গবেষণা কর্মকে কাগজে কলমের মাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন করবেন তাই হল গবেষণা প্রস্তাবপত্র (Research Proposal Paper)। অনেকে গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও গবেষণার প্রস্তাবনার ব্যাপারে বেশী ধারনা না রাখার কারণে গবেষণা করতে বাধার সম্মুখীন হন। তাই একজন গবেষক বা শিক্ষার্থীকে প্রথমে গবেষণা প্রস্তাবপত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। কোন গবেষণা করার জন্যে তার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, অনুমিত সিদ্ধান্ত, পদ্ধতি, অর্থবাজেট ও সময়ের বণ্টন ইত্যাদি দেখিয়ে কোন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চেয়ে যে প্রস্তাবপত্র উপস্থাপিত হয় তাই হলো গবেষণার প্রস্তাবপত্র।

একটি গবেষণা প্রস্তাবনার কয়েকটি ধাপ থাকতে পারে যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো হল----

শিরোনাম (Title):

প্রস্তাবপত্র উপস্থাপনের সময় একটি প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে। শিরোনাম একেবারেই সংক্ষিপ্ত হবে না আবার তা একেবারে ছোটও হবে না। মূলত একটি শিরোনামের নামের উপর গবেষণার মান অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই এই শিরোনামকে অত্যন্ত প্রাসংগিক হতে হবে।

ভূমিকা (Introduction):

ভূমিকা একটি গবেষণার প্রস্তাবপত্রের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে একটি সমস্যার প্রকৃত অবস্থা এবং তার পরিধি নিয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এখানকার ভাষা হতে হবে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। এখানে গবেষণার মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করার এর পাশাপাশি উক্ত গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, অনুমিত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয়াদি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা যেন একবারে বৃহদাকার না হয়।

উদ্দেশ্য (Purpose):

গবেষণা করার জন্যে উদ্দেশ্য নিরুপণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটির দ্বারা একটি গবেষণার ধারা সুশৃঙ্খলভাবে প্রবাহিত হবে। অন্যথায় সেখানে নানাবিধ সমস্যা তৈরী হতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে পয়েন্ট আকারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে গেলে পরে সেই গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, অনুমিত সিদ্ধান্ত, গবেষণার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। মূলবিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এই বিষয়টি শুধু একজন গবেষকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং তা একজন পর্যবেক্ষকের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার উদ্দেশ্যকে যদি নির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা না যায় তাহলে গবেষণার কার্যধারা ও পদ্ধতি সঠিক ও নির্ভুল হয় না।

যৌক্তিকতা (Logic):

এখানে প্রস্তাবিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে হবে। বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র ও গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনার উপর বিজ্ঞতাপূর্ণ যুক্তির দ্বারা নায্য প্রতিপাদন করতে হবে। গবেষক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক পাঠ করে তার স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করবে। কেউ যদি কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা করে তাহলে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে অন্যরা কিভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হবে সে ব্যাপারে যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে।

অনুমিত সিদ্ধান্ত (Supposed decision):

অনুমিত সিদ্ধান্ত হল কোন ঘটনার বর্তমান অবস্থার আলোকে অস্থায়ী বা আপাত সত্য বলে বিবৃত হয় যা নতুন অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পরীক্ষামূলক গবেষণায় নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের ভিতর সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়। অনুমিত সিদ্ধান্ত বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক, পরিসংখ্যানগত হতে পারে। অনুমিত সিদ্ধান্ত হতে হবে যুক্তিযুক্ত, জ্ঞাত সত্য ও তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে গবেষক যে বিষয়টির পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি সেই বিষয়টির দুই একটি সমস্যার কথাও উল্লেখ করতে হবে এবং পরবর্তীতে তার সমাধান দিতে হবে তাকে। প্রয়োজনীয় শব্দ, ধারনা ও পদসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। যেসকল শব্দাবলী মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান শাখায় অন্তর্ভূক্ত নয় সেইসকল শব্দাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা সকলের সামনে প্রদান করতে হবে।

গবেষণার পদ্ধতি (Method of research):

গবেষণা পদ্ধতি গবেষণা করার জন্যে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ছাড়া মূলত কোন গবেষণা হবে না। গবেষণা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যথাঃ

১.তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি
২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
৩. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
৪. জরিপ পদ্ধতি
৫. ঐতিহাসিক পদ্ধতি
৬. কেইস স্টাডি পদ্ধতি
৭. প্রশ্নপত্রের পদ্ধতি
৮. নৃ-তাত্ত্বিক পদ্ধতি

নিম্নে তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতিতে গবেষণার ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো----

ক. তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি (Information search terminology):

এটি পরীক্ষণমূলক, বর্ণনামূলক কিংবা ঐতিহাসিক হতে পারে

খ. এলাকা নির্বাচন (Area selection):

কোন এলাকা বা কোথায় বা কোন প্রকল্পে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার জন্য এলাকা যেমনঃ জেলার নাম, উপজেলার নাম বা নির্দিষ্ট গ্রাম বা শহর এলাকা নির্বাচন করতে হবে।

গ. নমুনায়ন (Sampling):

বহু পর্যায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমনঃ বাংলাদেশের নির্ধারিত ২ টি জেলার ৪ টি উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ৮০০ জন স্টেকহোল্ডার বা জনগেণের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

ঘ. উপাত্ত সংগ্রহ (Collection of data):

উপাত্ত বা তথ্যের উৎস মূলত দুই ধরণের হতে পারে। যথাঃ

১. প্রাথমিক উৎস এবং
২. মাধ্যমিক উৎস

উপাত্ত প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার কিংবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের কাজ একা না করে কয়েকজনের সমন্বয়ে করা যেতে পারে। প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে গবেষকের সশরীরের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার।

ঙ) উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis):

প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হবে। এরপর তা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সারণীবদ্ধ করতে হবে। পরবরতীতে তা বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করতে হবে (শতকরা, গড়, ব্যবধান)। অধিকন্তু, একক বা বহুমুখী চলকবিশিষ্ট ছকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনা করা হবে। এইসকল তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করার জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ কম্পিইটার প্রযুক্তি বিশেষ করে এসপিএসএস সফটওয়্যার এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

চ) সময় নির্ধারণ (Time Schedule):

সময় নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণার ভিতর বিভিন্ন ধরনের কাজ হয়ে থাকে।তার ভিতর কোন একটি কাজে যদি বেশী সময় দেওয়া হয় তাহলে অন্যান্য কাজে বেশী সময় দেওয়া যাবে না আর যার ফলে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। তাই সময় বণ্টন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন বই সংগ্রহ করা, তা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা, মাঠ পর্যায়ে কাজ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা, তা বিশ্লেষণ করা ইত্যাদির জন্যে মোট ৬০ ভাগ সময় নেওয়া যেতে পারে। এরপরে তা সাজাতে, পদটীকা, তথ্যপুঞ্জী, থিসিসকে সংগঠিত করে দেওয়ার জন্যে কমপক্ষে ২০ ভাগ সময় নেওয়া দরকার আর অন্যান্য কার্যবলী তথা বাঁধাই, টাইপ, প্রিন্ট, সন্নিবেশিত করার জন্যে বাকী ২০ ভাগ সময় দিতে হবে।

ছ) বাজেট নির্ধারণ (Budget Rating):

গবেষণা করার জন্যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে বই-পত্র, জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহে, পরিবহনে, কর্মীদের খরচ, খসড়া-চূড়ান্ত নীতিমালা প্রকাশ, টাইপিং, বাঁধাই, স্টেশনারী ও বিবিধ বিষয়ে যে ধরনের খরচ হয় তার বিশদ বিবরণ দিতে হবে।

জ) প্রতিবেদন প্রকাশ (Reports published):

গবেষণারবিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, ধারণায়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল সহকারে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। চূড়ান্ত সম্পাদনের পর তা প্রকাশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বিতরণ করতে হবে।

ঝ)তথ্যপুঞ্জী (Bibliography):

প্রস্তাবপত্রে যখন গবেষণাবলী লিখা হয় তখন তা কোন বই, গ্রন্থ, ওয়েবসাইট, জার্নাল থেকে নেওয়া হয় তা উল্লেখ করতে হবে। তা না হলে গবেষণা কখনও সম্পূর্ণভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।